ভোরের কাগজ

তারিখ 06 OCT 2002
পৃঃ ১১ কলাম ৩

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ২১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল করে শিক্ষা ভবনের সামনে আসে —ভোরের কাগজ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গতকাল নগরীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (রাজ্জাক-সেলিম) বিক্ষোভ মিছিল —ভোরের কাগজ

বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

শতভাগ বেতনভাতা দেওয়া হবে, তবে এ জন্য সময় চাই

কাগজ প্রতিবেদক : বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক শিক্ষকদের ১০০ শতাংশ বেতনভাতা দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি শিক্ষকদের সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, তবে শিক্ষকদের দাবি পূরণের জন্য সরকারকে সময় দিতে হবে।

গতকাল শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) ও 'নায়েম'-এর যৌথ সহযোগিতায় নায়েম মিলনায়তনে অষ্টম বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা ব্যবস্থাপকরা আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সুশীল সমাজ ও সরকার- সবাই শিক্ষা সেক্টরের সঙ্গে স্টেকহোল্ডারের মতো অবস্থান করছে। তাই কোনো একক গোষ্ঠীকে তিরস্কার বা পুরস্কৃত করে এই সেক্টরের উন্নতি সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, সরকার প্রণীত পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য কিনা বা উপযুক্ত শিক্ষক পড়াচ্ছেন কিনা, শিক্ষক সমিতিগুলো পেশাগত ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নের মতো কাজ করছে কিনা, শিক্ষকরা ক্লাসে না পড়িয়ে কোচিং বা প্রাইভেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিনা, ঢাকার বাইরে শিক্ষকরা যেতে চাচ্ছেন না কেন— এই বিষয়গুলো সরকারের পাশাপাশি শিক্ষক সমাজকেও ভাবতে হবে। কেননা সমস্যা সমাধানে সরকার শুধু সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে তিনি বলেন, বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধের অভাবেই দেশে বর্তমানে 'শিক্ষিত সন্ত্রাসী' বিস্তার লাভ করছে। তাই দেশের শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদেরকে পরীক্ষা পাস করানোর পাশাপাশি তাদেরকে নৈতিকতাবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে দুটো প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। 'শিক্ষকের মর্যাদা ও দায়িত্ব : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক এম এ কুদ্দুস।

'বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০০২' বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলাম। প্রবন্ধ পাঠের পর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেন, এ অনুষ্ঠানের আলোচনার সারমর্ম ইউনেস্কোতে পাঠানো হবে।

তিনি শিক্ষক সমাজের কাছে কর্মপরিকল্পনা পেশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলের প্রভাবে শিক্ষক সমাজ আন্দোলনে নামে। তারা সরকারের কাছে ২১ দফা, ৯ দফা দাবি উত্থাপন করেন, হুমকি দেন দাবি না মানা হলে দেশে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করার।

তিনি বলেন, শিক্ষক সমাজের কোনো দাবি নিয়ে নয়, সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা নিয়ে আসা উচিত।

মুক্ত আলোচনায় শিক্ষকরা আত্মসমালোচনা করার পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্যজনক এবং হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরেন। তারা বলেন, স্কুল-কলেজগুলোতে প্রযুক্তিগত কোনো উন্নতি হয়নি, স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতার অপব্যবহার, পরিচালনা পর্ষদের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ রয়েই গেছে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মহাপরিচালক দেওয়ান ইউনুস এবং সমাপনী বক্তব্য দেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুর রশীদ। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ২৬তম অধিবেশনে ৫ অক্টোবরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে প্রথম বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করা হয়েছিল।